"বুদ্ধ সংকীর্ত্তন"

রচয়িতা ——— ৭

শ্রী পঙ্কজ কান্তি চাক্‌মা

কমলাপুর পেঁচারথল

উত্তর ত্রিপুরা ।

২৩৮৮

*
* *
*

মুদ্রণে ঃ— জয়শ্রী প্রেস,

কালীবাড়ী রোড

ধর্মনগর, উঃ ত্রিপুরা ।

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhante

—ঃ বুদ্ধ সংকীর্ত্তনঃ—

* সংকীর্ত্তন প্রথমারম্ভ *

(১)

এস দয়াময়ে পূজি ভকতি কুসুম লইয়ে।
হৃদয়ে হৃদয়ে এসহে মিলাইয়ে পড়ি তারা পদে লুটায়ে ॥
দয়াময় যিনি দয়ার আলয়ে।
বিপদের বিন্দু সম্পদ আশ্রয়ে ॥
শুভ আশীর্বাদ মাগিয়ে সবাই নবপ্রেম ভূষা পড়িয়ে।
এস দয়াময় পূজি ভকতি কুসুম লইয়ে ॥
সূর্য্য রশ্মি কিংবা বিমল চন্দ্রিকা।
নায়ে আলোকিতে হৃদয় কনিকা ॥
এই আশীর্বাদ কর হৃদয় রঞ্জন।
সহাস্য বদনে করিব গমন ॥
পাই যেন মোরা শান্তি নিকেতনে যাব সবে ভব ত্যজিয়ে।
এস দয়াময়ে পূজি ভকতি কুসুম লইয়ে ॥

(২)

* বুদ্ধ বন্দনা *

এস গৌতম, এস গৌতম, এস বুদ্ধ এস গৌতম।
এস হে গৌতম মায়ার নন্দন, মহামানব শাক্যমুনি হে।
পূজিব চরণ এই আকিঞ্চন রাখিব হৃদয় মাঝে ॥

(৩)

তুমি আসিলে আনন্দ হবে।
নিরানন্দ দূরে যাবে ,, ,, ,, ,,
মহানন্দ উদয় হবে ,, ,, ,, ,,
(ঝুমুর) আসিলে আনন্দ হবে ,, ,, ,, ,,

—ঃ বুদ্ধ সংকীর্ত্তনঃ—

(৪)

* গুরু বন্দনা *

যাহার প্রসাদে গাহি শ্রীবুদ্ধের মহিমা
সেই জ্ঞান গুরু কাছে চাহি গো প্রতিমা
জন্মে জন্মে বন্ধু সেই
জ্ঞান দান দিল সে " " " "
(ঝুমুর) জ্ঞান দান দিল সে " " " "

(৫)

(গান) গাহিব তোমার লীলা বড় আশা মনে।
শিখাইয়া দাও হে প্রভু গাহিব কেমনে ॥
শিখাইয়া দাও গো
গাহিব কেমনে গান " " "
গাহিব তোমার লীলা " " "
গাহিব তোমার নাম " " "
(ঝুমুর) কেমনে গাহিব গান .....

(৬)

* যন্ত্র বন্দনা *

যন্ত্র যদি পড়ে থাকে লক্ষ জনের মাঝে।
যন্ত্রির বিহনেতে যন্ত্র কেমন করে বাজে ॥
আমি হলাম কাষ্ঠের যন্ত্র তুমি যন্ত্র ধারী।
যন্ত্র ধরা গান করিছে নির্ব্বান বিহারী ॥
তোমার যন্ত্র তুমি বাজাও।
যান্ত্রীরূপে উদয় হয়ে " " " "
(ঝুমুর) যান্ত্রীরূপে উদয় হয়ে " " " "

—ঃ বুদ্ধ সংকীর্ত্তনঃ—

(৭)

পূজা করিব।

ভক্তি ভাবে আজি তোমায় ,, ,,

বনফুলে আজি তোমায় ,, ,,

নয়ন জলে আজি তোমায় ,, ,,

রাঙা চরণ দু'খানিরে ,, ,,

হৃদাসনে আসন দিব ,, ,,

কেশে চরণ মুছাইব ,, ,,

(ঝুমুর) ভক্তি ভাবে আজি তোমায় ,, ,,

ভুলে যেন থাকি নারে

আর আমি তোমায় ,, ,, ,,

এই আশীর্বাদ কর মোরে ,, ,, ,,

এ জীবনে তোমায় প্রভু ,, ,, ,,

(ঝুমুর) চাহিনারে ধনমান ..... চরণেতে দিও স্থান।

(৮)

গুরুবে নমঃ

গুরুদেব শাক্যমুনি ,, ,,

গুরুদেব গৌতমমুনি ,, ,,

গুরুদেব মহামুনি ,, ,,

গুরুদেব পরম ব্রহ্মা ,, ,,

এসো এসো দয়াময়

শুদ্ধধন সুত বুদ্ধ ,, ,, ,,

মায়ার নন্দন বুদ্ধ ,, ,, ,,

—ঃ বুদ্ধ সংকীর্ত্তনঃ—

(৯)

সুমতি নন্দন বুদ্ধ··· ····· এসো এসো দয়াময়
রাহুল জনক বুদ্ধ····· এসো এসো দয়াময়
গোপার পরান বুদ্ধ " " "
হৃদয়ে মন্দিরে তুমি " " "
(ঝুমুর) শুদ্ধধন স্তুত বুদ্ধ ····· এসো এসো দয়াময় ।

(১০)

বুদ্ধ বুদ্ধ বলরে ।

আকাশে বিহঙ্গ নাচে " " "
জলে নাচে মৎসাগন " " "
পাতালে বাসুকী নাচে " " "
স্বর্গে নাচে দেবগন " " "
ভক্তগন নাচে সদা " " "
(ঝুমুর) দেবগন নাচে·····বুদ্ধ বুদ্ধ বলরে ।

(১১)

বুদ্ধ বলে নেচে আয় ।

প্রাণ খুলে প্রেমনলে " " " "
মহানন্দে বাহুতোলে " " " "
আনন্দেতে সবাই মিলে " " " "
বুদ্ধের মহিমা জোড়ে ।
কত পাপী গেল চলে " " "
বুদ্ধনামে ধরাধামে অবহেলে চলে যায়
(ঝুমুর) প্রাণখুলে প্রেমনলে বুদ্ধ বলে নেচে আয় ।

—ঃ বুদ্ধ সংকীর্ত্তনঃ—

(১২)

ভুবন মঙ্গল বুদ্ধেরি নাম বলরে বদন ভরে হে।
কোথায় ছিল কে আনিল ভুবন মঙ্গল বুদ্ধেরি নাম বলরে
বদন ভরে হে।
স্বর্গে ছিল মর্ত্তে এলো, ভুবন মঙ্গল……বদন ভরে হে।
ভাই বন্ধুগন সঙ্গে করে ভুবন মঙ্গল ,, ,, ,,
দারা পুত্র সঙ্গে নিয়ে ভুবন মঙ্গল ,, ,, ,,
মাতা পিতা সঙ্গে করে ভুবন মঙ্গল ,, ,, ,,
ইন্দ্র জপে শচীর সনে ভুবন মঙ্গল ,, ,, ,,
নারদ জপে বীনা তারে ভুবন মঙ্গল ,, ,, ,,
ব্রহ্মা জপে চতুর্ম্মুখে ভুবন মঙ্গল ,, ,, ,,
পাতালে বাসকী জপে ভুবন মঙ্গল ,, ,, ,,
নিরানন্দ দূরে যাবে ভুবন মঙ্গল ,, ,, ,,
মহানন্দ উদয় হবে ভুবন মঙ্গল ,, ,, ,,

(১৩)

কর এই কল্পনা।
প্রানীবধ না করিব ,, ,, ,,
চুরি আদি না করিব ,, ,, ,,
মিথ্যা কথা না বলিব ,, ,, ,,
সুরা গাজা না সেবিব ,, ,, ,,
(ঝুমুর) প্রানী বধ না করিব কর এই কল্পনা

(১৪)

যাগ যজ্ঞে বিশ্বধরা প্লাবিত হইল।
ধর্ম্ম কর্ম্ম মনুষত্ব লোকে ভুলে গেল ॥

—ঃ বুদ্ধ সংকীর্ত্তনঃ—

পশুত্ব পাইল ধরা দেবত্ব ভুলিল।
যজ্ঞ ধুয়ে জীব রক্তে পৃথিবী ছাইল ॥
ছাইল পৃথিবী ময়।
(ঝুমুর) যজ্ঞ ধুয়ে জীব রক্তে ..... . ছাইল পৃথিবীময়।

(১৫)

হিংসায় জ্বলেরে।
পশুত্ব পাইল ধরা " "
ধর্ম কর্ম ভুলে লোকে " "
(ঝুমুর) পশুত্ব পাইল ধরা ..... হিংসায় জ্বলেরে।
দ্রঃ সেই সময় ভগবান তুষিত স্বর্গে অবস্থান করিতেছিলেন।

(১৬)

ভুবনের রক্ষা কর্ত্তা যত দেবগন।
সকলে তুষিত স্বর্গে করিল গমন ॥
বলিল ভবিষ্যত বুদ্ধে করিয়া প্রণতি।
তোমা বিনা এই জীবনে পাই সে দুর্গতি ॥
দশবার, চিতা প্রভু করেছ পূরন।
অপূর্ব মহিমা তব না যাই বর্ণন ॥
জীবের যাতনা হেরি গলিল হৃদয়।
সহিলেন অশেষ ক্লেশ তুমি দয়াময় ॥

(১৭)

বুদ্ধরূপে সর্ব্বজীবে করিবে মোচন।
সেই শুভকালে প্রভু আগত এখন ॥
উদ্ধারিতে জীবগনে জীব দুঃখ হেরি।

—ঃ বুদ্ধ সংকীর্ত্তনঃ—

ভুতলে প্রকাশ হবে বুদ্ধরূপ ধরি ॥

দেব বাক্য বোধিসত্ত্ব শুনিতে পাইল।

প্রধান বিষয় পঞ্চ ভাবিতে লাগিল ॥

বুদ্ধরূপে জন্ম নিয়া ভুতলে গমন।

হইয়াছে কিনা সেই সময় এখন ॥

তারপরে কোন দ্বীপে ভাবিলে জন্মিবে।

সপ্তদ্বীপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জম্বুদ্বীপ ভবে ॥

জম্বুদ্বীপে জনমিয়া পূর্ব্ব বুদ্ধগন।

তিনি ও জন্মিতে তথা করিলেন মনন ॥

নরে ভাবে কোন দেশে হইলে জন্মিতে।

মনে হইল জম্বুদ্বীপে কপিলাবস্তুতে ॥

পরে জাতি ধিক করিল এখন।

বৈশ্য, সুদ্র কুলে নাহি জন্মে বুদ্ধগন ॥

যাইতে ক্ষত্রিয় কুলে করিলেন মনন।

এই বলে জাতি ধিক করিলেন এখন ॥

পাণ্ডবেরা জারজ বংশ সর্ব শাস্ত্র বলে।

অধার্মিক কুরুকুল জানিও সকলে ॥

যদুবংশ ব্যাবিচারী নাই ধর্ম জ্ঞান।

প্রান দোষে ক্ষত্রিয়েরা করে অপমান ॥

নিস্কলঙ্ক শাক্য বংশ কপিল পুরী গ্রামে।

জনম লইব আমি সেই মর্ত্ত্য ধামে ॥

জনম লইব রে।

কপিল পুরী গ্রামে আমি „ „ „

নিস্কলঙ্ক শাক্য বংশে „ „ „

(ঝুমুর) নিস্কলঙ্ক শাক্যবংশে „ „ „

—ঃ বুদ্ধ সংকীর্ত্তনঃ—

(১৮)

এবে অস্ত্র না ধরিব প্রানে কারে না মারিব।
আমি প্রেমে করিব জগ্য উদ্ধারিব ॥
নির্ব্বান সুধা বিলাইব প্রেমের জগৎ জয় করিব।
সর্ব্ব জীবে প্রেম বিলাব প্রেমের জগৎ জয় করিব ॥
(ঝুমুর) সর্ব্ব জীবে প্রেম প্রেমের জগৎ জয় করিব।

(১৯)

দারা সুতা নিয়ে হাসিয়ে খেলিয়ে
অমূল্য জীবন গেলো।
করিবার যাহা হলো নাহে তাহা
সকলি পড়িয়া রলো।
অধম তারন পতিত পাবন
জগৎ উদ্ধার কারী।
পূজিব চরন এই আকিঞ্চন
এস প্রভু দয়া করি।

(২০)

দয়ালয়ে সকাতরে এই ভিক্ষা মাগি।
আর যেন তোমায় প্রভু ভুলে নাহি থাকি ॥
ভুলে যেন থাকি নারে।
এই আশীর্ব্বাদ কর মোরে „ „ „ „
(ঝুমুর) নাহি চাহি ধনমান চরণেতে পীত স্থান।

(২১)

সহিয়াছ কত ক্লেশ জীবের লাগিয়া।
জন্মে জন্মে ভবচক্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ॥

—ঃ বুদ্ধ সংকীর্ত্তনঃ—

বহুজন্মের মনস্কাম হবে এবে পূর্ণ।
বুদ্ধরূপে মর্ত্ত্য পুরে হও অবতীর্ণ ॥

(২২)

ওহে দয়াময় আগত সময়

জনম লইতে হবে।

শ্রীবুদ্ধ রূপেতে জীব উদ্ধারিতে

অবতীর্ণ হও এবে ॥

জীব জগৎ ডাকিতেছে হে

কোথায় র'লে দয়াল বলে " " " "

(ঝুমর) জীব জগৎ সকাতরে ডাকিতেছে হে তোমায় করযোরে।

(২৩)

বহু জন্মের সাধনার ধন ফলিতে হইবে।
বুদ্ধরূপে জীব জগৎ উদ্ধার করিবে ॥

জন্ম লও দয়াময়।

সমাগত সুসময় " " "

বিশ্ব জগৎ ডাকে তোমায় " " "

উত্তরা সারা নক্ষত্র বৃষ গ্রহনে।
আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথি সুর গুরু দিনে ॥
শ্বেত হস্তী বেশ শ্বেত পদ্মলয়ে করে।
প্রবেশিল বুদ্ধাঙ্কুর মায়ার জঠেরে ॥

(২৪)

প্রবেশিল বুদ্ধাঙ্কুর যখন উদরে।
কাঁপিয়া উঠিল ধরা থরথর করে ॥

—ঃ বুদ্ধ সংকীর্ত্তনঃ—

সেই হতে চারিদেব প্রহরি রহিল।
রাজারে জাগাইয়া রাণী সকলি কহিল ॥

(২৫)

হায়রে আমার একি হলো—মানব জনম বৃথা গেলো।
না জানি কোন অভিসাপে অপুত্রক হতে হলো ॥
সকলি অসার সংসার আঁধার পুত্রমুখ না হেরিলো।
বিফল জীবনে এ দেহ ধারণে ভবে কেন জন্মিলাম ॥

আমার মরণ কেন হলো নারে।
পুত্রমুখ না হেরিলাম " " " " "
ভবে কেন আসিলাম।
কপালে এই দুঃখ নিয়ে " " "
মানব জনম লয়ে আমি " " "
(ঝুমুর) বংশের বাতি না জ্বলিবে আঁটকুড়ো নাম রহিযাবে।

(২৬)

কিবা প্রয়োজন রজত কাঞ্চন
রাজ্য ধনে কি করিবে।
পুন্নাম নরকে যাইতে হইবে
কেবা আমায় উদ্ধারিবে।

(২৭)

স্বর্গ হতে চারিজন দেবতা আসিল।
সপ্তবার রাণীমারে প্রদক্ষিণ করিল ॥
তার পরে রাণীমারে পালঙ্কে উঠাইয়া।
হিমালয়ে লয়ে গেল বহন করিয়া ॥

—: বুদ্ধ সংকীর্ত্তন :—

হিমালয়ের শৃঙ্গদেশে পালঙ্ক রাখিল।
দেবীগণ এসে মায়ায় স্নান করাইল ॥
পার্থিবতা চলে গেল স্বর্গীয় পরশে।
রাণীর উদরে এক বিদ্যুৎ প্রবেশে ॥

প্রদক্ষিণ করিল।

সপ্তবার সেই হস্তী " "
সসম্ভ্রমে রাণী মারে " "
(ঝুমুর) ষ্টাঙ্গে প্রণতি করি উদরে পৌঁছিল করি।

(২৮)

এমন সময় এক অদ্ভুদ কারণ।
শুন্যে লয়ে শ্বেত পদ্ম করে আগমন ॥
রাণীর নিকটে আসি প্রণাম করিল।
বিদবী দক্ষিণ পার্শ্বে উদরে পৌঁছিল

চৈতন্য পাইল।

অকস্মাৎ মায়াদেবী " "
স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল রাণীর " "
(ঝুমুর) ধর্ম রঙ্গে ঝড় ঝড় রোমাঞ্চি কলেবর।

(২৯)

রাজারে জাগাইয়া রাণী সকলি কহিল।
রাজা শুনি আকাশের চাঁদ যেন হাতে পেলো।

আনন্দ আর ধরেনা রে।

বৃদ্ধ রাজার মনের মাঝে " " "
শুভ স্বপ্ন মনে পড়ে " " "
(ঝুমুর) চাঁদ যেন হাতে পেল " " "

—: বুদ্ধ সংকীর্ত্তন :—

(৩০)

দেখতে পেল মহারাজা এক মহা জ্যোতিঃ
সমগ্র প্রাসাদে যেন জ্বলছে লাখের বাতি।
বিস্মিত হইল।
মায়াদেবীর রূপ দেখি " "
মায়াদেবীর কলেবরে " "
(ঝুমুর) মায়াদেবীর.....বিস্মিত হইল।

(৩১)

প্রভাতে গনক গনে গনিয়া কহিল।
পুন্যবতী মায়াদেবী অন্তঃসত্ত্বা হইল।
এই গর্ভে আপনার জন্মিবে নন্দন।
চক্রবর্ত্তী রাজা হয়ে পালিবে ভূবন
কিংবা যদি ধর্ম শ্রমঃ করেন গ্রহণ।
বুদ্ধ হয়ে করিবেন পাপীর মোচন।

(৩২)

সেইদিন বোধিসত্ত্ব মায়ার গর্ভে এল
দেব চারিজন আসি প্রহরী রহিল।
ক্রমে ক্রমে দশমাস হইল পূরণ।
পিত্রালয়ে যেতে মায়া করিলে মনন।
দশ মাসেতে রাণী বলেন রাজারে
পিত্রালয়ে যেতে সাধ হয়েছে অন্তরে।

(৩৩)

সাধ যে হয়েছে।
পিত্রালয়ে যেতে আমার " " "

—ঃ বুদ্ধ সংকীর্ত্তনঃ—

অনুমতি দাওনা।

পিত্রালয়ে যেতে আমার " "

শুন শুন প্রাণনাথ " "

(ঝুমুর) শুন শুন প্রাণনাথ " "

(৩৪)

আরোহী সুবর্ণ সানে সহচরী সনে

উপনীতা মায়াদেবী লুম্বীনী উদ্যানে

লুম্বীনী আজ ধন্য হইল।

ভগবানকে বক্ষে লইল " " " "

ধন্য হইল কপিল পুরী " " " "

ধন্য হইল শুদ্ধধন " " " "

ধন্য হইল মায়াদেবী

(৩৫)

এই যে তোমার কালোসোনা।

তুই ছিলে মা যশোধরা " " " " "

দ্বাপর যোগের নন্দরাণী " " " " "

এখনো কি চিনলে নারে।

মায়ারাণীর প্রাণ বাজারে " " "

এই যে তোমার চেনা মুখটা।

বুক জুড়ানো সাধনার ধন " " " " "

জন্মে জন্মে বক্ষে লইলাম এই যে তোমার চেনার মুখটা।

মা কাঁদানো যাদুমনি " " " " "

ত্রেতা যুগের রঘুমনি " " " " "

(৩৬)

দূত মুখে রাজা যখন এই সংবাদ শুনিল

আকাশের পূর্ণ চন্দ্র যেন হাতে পেল।

মহামূল্য মুক্তার হার রাজার গলে ছিলো

সেই হার দূতের গলায় পড়াইয়া দিলো

—ঃ বুদ্ধ সংকীর্ত্তন ঃ—

স্বর্গ মধ্যে আনন্দের রোল যেন পড়ে গেলো
সমগ্র কপিল বাসী লুম্বিনী চলিলো।

সেই ধামা মা আজো বাজে।

পঞ্চ কোটী হৃদি মাঝে ,, ,, ,, ,, ,,
চীন জাপান লঙ্কা ধামে ,, ,, ,, ,, ,,
শ্যাম ব্রহ্মা তিব্বতেতে ,, ,, ,, ,, ,,
নেপাল ভূটান সিকিমতে ,, ,, ,, ,, ,,

তারি বেল আজো বাজে।

ভাগ্য বানে কানে শুনে ,, ,, ,, ,,
রোহিনীর নদী কুলে ,, ,, ,, ,,
ভক্ত জনের হৃদি মাঝে ,, ,, ,, ,,

(ঝুমুর) আজো সেই ধ্বনী শুনি ছুটে যায় ভক্তগনে।

হুলো হুলো ধ্বনী রে।

নর নারী মনে মনে ,, ,, ,, ,,
কপিল পুরী ঘরে ঘরে ,, ,, ,, ,,
সপ্ত দিবা নিশি হলো ,, ,, ,, ,,
হাতে ঘাটে পথে ঘাটে ,, ,, ,, ,,

আনন্দের বাজনা মিলিলো।

রাজা নন্দের জন্ম হলো ,, ,, ,,
দুঃখ দৈন্য দূর হলো ,, ,, ,,
স্বর্গ যেন মর্ত্তে এলো ,, ,, ,,

(ঝুমুর) . ভাগ্যবতী তুমি মাতঃ যার ঘরে এখন সুত

কথা ঃ— কিন্তু হই আনন্দ কল্লোল অধিক দিন রহিল না। এই আনন্দের ষষ্ঠ দিন অতি বাহিত করার পর সপ্তম দিনে মহামায়া নবশিশুকে মাতৃহীন করিয়া এই লীলা সংবরণ করিলেন।

—: বুদ্ধ সংকীর্ত্তন :—

(৩৭)

এমন সুখের দিনে দৈবের লিখন।
অকস্মাৎ মায়াদেবীর হইল মরণ ॥
বুদ্ধের মহাপ্রভা সহিতে নাড়িল।
সপ্তম দিনে মহামায়া পঞ্চত্ব পাইল ॥
অকস্মাৎ থেমে গেল সঙ্গীত মূর্ছনা।
রঙ্গালয়ে বন্ধ হইল মধুর বাজনা ॥
কপিল পুরে পড়ে গেল হাহাকার ধ্বনী।
শুদ্ধধনের মুখে শুধু কোথায় গেল রাণী ॥

কথা :— রাণীর অকস্মাৎ মৃত্যুতে রাজা শোকে রাণীর উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিলেন।

(৩৮)

এমন সুখের দিনে কোথায় চলে গেলে।
অকূল সাগরে মোরে ভাসাইয়া দিলে ॥
কে পালিবে তোমার এই দুধের সন্তান।
তোমার বিহনে আজি রাজপুরী শ্মশান ॥
পুত্র হেরিবারে কতই করেছে সাধন।
সপ্তম দিনে হলো কিরে অভিলাস পূরণ ॥

কারে দিয়ে চলে গেলে।

নূতন শিশুটী তোমার " " " "
তোমার আনন্দের বাজার " " " "

কেন চলে গেলে গো।

কি অশান্তি পেলে হেথা " " " "
এ রাজ পুরী শূন্য করি " " " "
সাধের খেলা না পূরিতে " " " "

(ঝুমুর) ছেলে দিয়ে সাধের খেলা সাধনে মিটে না ॥

—: বুদ্ধ সংকীর্ত্তন :—

কথা :— মায়াদেবীর মৃত্যুতে রাজাকে এরূপ শোকে কাতর দেখিয়া মহামায়ার ভগ্নি শিশুর বিমাতা গৌতমী রাজাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিলেন।

(৩৯)

আজ হতে ওহে রাজন এ শিশু আমার।
আজ হতে আমি মাতা হইলাম তাহার ॥
রাখবো আমি এই শিশুকে বুকেতে বাঁধিয়া।
এবে আমার জন্ম জন্মের ভাবি কাটাইয়া ॥

শিশুর জন্য ভাবনা কেন।

আমার শিশু আমার কোলে ,, ,, ,, ,,
এই যে আমার নন্দ দুলাল ,, ,, ,, ,,

দিদি গেছে স্বর্গে চলে।

মর্ত্তের বাতাস সয়না বলে ,, ,, ,, ,,

(ঝুমুর) দিদি গেছে স্বর্গে চলে, মর্ত্তের বাতাস সয়না বলে।

কথা :— তারপর রাজা শিশুর রক্ষণা বেক্ষনের জন্য দুইটী রমণী ধাত্রী নিযুক্ত করিলেন। আর বিহনের জন্য মায়ার কনিষ্ঠা ভাগিনী গৌতমী শিশুর মৃত্যুস্থান পূর্ণ করিবেন।

(৪০)

রাজার দ্বিতীয় রাণী মায়ার ভগিনী।
ভগিনীর বিহনে হলেন শিশুর জননী ॥
অঙ্গ ধাত্রী অষ্টজন মল ধাত্রী অষ্ট।
কোন রূপে শিশু যেন নাহি পায় কষ্ট ॥

কথা :— তারপর রাজা নবজাত শিশুটীর কি নাম রাখিবেন তাহা ঠিক করিলেন।

—: বুদ্ধ সংকীর্ত্তন :—

(৪১)

যাহার জনমে আমি হইলাম কৃতার্থ।
তারি উপযুক্ত নাম রাখিলাম সিদ্ধার্থ।।
বিমাতা গৌতমী দেবী মহা প্রত্যাবতী।
গৌতম রাখিল নাম হরচিত মতি ।।
শাক্যকুলে জন্মিয়া হবে শাক্যমনি।
তথা গত নাম হবে হয়ে মহাজ্ঞানী।।
জীব গন দিল নাম জীবের জীবন।
ভক্ত গন দিল নাম বুদ্ধ ভগবান।।

বুদ্ধ বুদ্ধ ডাক্‌রে।
মহানন্দে মিলে সবে ,, ,, ,,
প্রেমানন্দে নেচে নেচে ,, ,, ,,
(ঝুমুর) প্রেমানন্দে নেচে নেচে বুদ্ধ বুদ্ধ ডাক্‌রে।

কথা :— ইহার পর একদিন রাজা অষ্টজন দৈবজ্ঞে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া শিশুর ভবীষ্যতের জন্য গননা করিতে লাগিলেন।

(৪২)

ভক্ত ভরে চিন্তা করে দৈবজ্ঞেরা গণে।
ভাবি ফলাফল কিবা শিশুর প্রজ্ঞানে।।
বলিলেন সাত জনে গনিয়া তখন।
চক্রবর্ত্তী রাজা হবে রাজার নন্দন।।
আসমুদ্র হিমাচল পালন করিবে।
তাহার পালনে প্রজা দুঃখ না জানিবে।।

কথা :— সাতজন ব্রাহ্মণ যখন একই কথা বলিলেন তখন মহারাজ শেষে কোন্ডান্য নামক ব্রাহ্মণকে অষ্টম বলিলেন "আপনি ত

—: বুদ্ধ সংকীর্ত্তন :—

কোন্ কিছুই বলিলেন না"।

তারপর কোণ্ডান্য বলিতে লাগিলেন।

(৪৩)

কখনো এই শিশু ঘরে না রহিবে।

রোগী, বৃদ্ধ, মৃত, ভিক্ষু সেদিন হেরিবে ॥

জরা রোগ, মৃত, ভিক্ষু হেরিবে যেদিন।

না রহিবে গৃহে শিশু ছাড়িবে সেদিন।

নিশ্চয়ই হইবেন বুদ্ধ করিবেন মোচন।

পৃথিবীর পাপ তাপ মোহ আবরণ ॥

সন্ন্যাসী হইবে।

ভবের জ্বালা দূর করিতে ,, ,,

জীবের দুঃখ দূর করিতে ,, ,

নির্বান সুধা বিলাইতে ,, ,,

(ঝুমুর) ভবের জ্বালা দূর করিতে সন্ন্যাসী হইবে।

কথা :— যথা সময়ে গননার পর শিশুর বিদ্যা শিক্ষার জন্য সর্বশাস্ত্রে সুনিপুন রাজগুরু বিশ্বামিত্রের নিকট শিশু সিদ্ধার্থকে প্রেরণ করিলেন।

(৪৪)

বাড়িতে লাগিল শিশু স্নেহের বিমাতার।

বৈশাখের শুক্ল পক্ষ যেন শশধর ॥

মহোৎসবে বিদ্যারাম্ভ করে শুভক্ষন।

বিশ্বামিত্র মুনি সর্বশাস্ত্রে সুনিপুন ॥

কথা :— দেখিতে দেখিতে শিশু সিদ্ধার্থ অল্প দিনের মধ্যে ৩/৪ প্রকার ভাষা শিখিয়া ফেলিলেন।

—ঃ বুদ্ধ সংকীর্ত্তন ঃ—

(৪৫)

ফুটিয়া উঠিলো।

পুষ্প বৃক্ষে পুষ্প যথা ,, ,,

বসন্তের পরশনে ,, ,,

(ঝুমুর) সুনিপুন হইল ফুটিয়া উঠিলো

(৪৬)

জলধিরে করে যদি চন্দ্র আকর্ষন।

পারে কি রাখিতে তাহা বালির বন্ধন।।

বালির বাঁধ কি রাখতে পারে।

সাগর যখন ক্ষেপে উঠে ,, ,, ,, ,,

(ঝুমুর) সাগর যখন ক্ষেপে উঠে বালির বাঁধ কি রাখতে পারে।

কথা :— একদিন সিদ্ধার্থ আপন মনে মনোরম পুষ্পদ্যানের মধ্যে একাকী বসিয়া অন্য মনস্ক ভাবে চিন্তা করিতে ছিলেন। এমন সময়—

(৪৭)

একদা প্রদেশে পশ্চিম আকাশে

দিবাকর পরে ঢালি।

ধবল মরাল উড়ে পালে পাল

মেঘ কুলে গেল চলি।।

শিশু দেবদত্ত সন্ধানে অব্যর্থ

হানিল মরাল বুকে।

কি ভীষন শর করি ধর ফর

মরাল কাঁদিল দুঃখে।

না পারে উড়িতে পড়িতে পড়িতে

পড়িল সিদ্ধার্থের কুলে

কাতর হৃদয়ে লইল টানিয়া

—ঃ বুদ্ধ সংকীর্ত্তনঃ—

জননী যেমন সুতে ॥

উদ্ধার করিতে শর লাগিল করেতে

বেদনা যে কেমন এই বার বুঝিল ভাল মতে।

এত দিনে টের পাইল।

এসংসারের দুঃখের কথা ,, ,, ,, ,,

বেদনা যে কেমন তাহা ,, ,, ,, ,,

(ঝুমুর) টের পাইল এতদিনে, ভুলিবেনা কোন দিনে।

কথা ঃ— কুমার সেই শরের বেদনার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং মরাল শাবকটীকে সেবা ও যত্ন করিতে লাগিলেন। অনেক-ক্ষন শুশ্রূষার পর।

(৪৮)

মরাল বাঁচিল সিদ্ধার্থ হাসিল।

মরাল সঁপিল বুকে।

মৃত পুত্র প্রাণ পাই যদি দান

জননী যেমন সুখে।

হংস লয়ে বুকে সিদ্ধার্থের চক্ষে

প্রেম অশ্রু বহে ধারে।

চোখে চোখ দিয়া রহেছে চাহিয়া

উভয়ে উভয় পানে।

দুষ্ট দেবদত্ত ভুলি সারতত্ত্ব

সহসা আসিল দৌড়ি।

মরাল সজোরে ধরি নিজ করে

করিতেছে কাড়া কাড়ি।

বলিল কুমার ছাড় ছাড় আমার

সাধের মরাল তুমি।

আমার শরেতে পড়িল ভূমিতে

মরাল মেরেছি আমি ॥

—ঃ বুদ্ধ সংকীর্ত্তনঃ—

বলেন সিদ্ধার্থ ভাই দেবদত্ত
কেন কর মিছে দ্বন্দ ॥
হংসে হানিকর তুমি ঘোরতর
করিয়াছ কাজ মন্দ ॥
শরীর সংযোগ সুখ দুঃখ ভোগ
সর্ব্বভুতে সমাগনে ॥
আপনার প্রাণ তবে গুণ বান।
অন্য হাতে কোন গুনে ॥
সর্ব্বভুতে দয়া হয় নিরুপন।
যদি নাহি করে নারে ॥
তবে পশু হতে শ্রেষ্ঠ কোন মতে।
মানব এ ধরা পরে
বলেন সিদ্ধার্থ ভাই দেবদত্ত
তব অধিকার দেহে ॥
যদ্যপি মরিত তোমারই হইত
প্রাণ অধিকার নহে ॥
বিপদে কি কার্য্য তুচ্ছ শাক্য রাজ্য
ব্রহ্মাণ্ড তুচ্ছ গনি ॥
করহ বিচার মরাল আমার
আমিও বিচার মুনি ॥
তুমি প্রাণ হন্তা আমি প্রাণ দাতা
হংস প্রাণ দিনু আমি।
মেরে ছিলে তুমি বাঁচাইনু আমি
এ হংস পাবে কি তুমি ?
শাক্য রাজ্য বিনিময় হংস নাহি দিব
আকাশের পাখী আমি আকাশে উড়াব ॥

—: বুদ্ধ সংকীর্ত্তন :—

কথা :— এই কথা বলিয়া সিদ্ধার্থ মরালটীকে আকাশে উড়াইয়া দিলেন।

(৪৯)

বাসন্তী পঞ্চমী আজি শুভক্ষণে।
ঢেকেছে প্রকৃতি আজি নয়ন রঞ্জনে ॥
পূন্য তিথি শ্রীপঞ্চমী আজি দিন।
আনন্দের সাগরে সবে হয়েছে বিলীন ॥
পাত্র মিত্র লয়ে আজি রাজা শুদ্ধোধন।
আনন্দেতে বসুন্ধরা করেছে কর্ষন ॥
তৃতীয় প্রহরে বেলা সূর্য্য পড়ে ঢলি।
বিটপীর ছায়া গেল দিগন্তে চলি ॥
জম্বু-বৃক্ষ-ছায়া কিন্তু, বল স্থির হয়ে।
বিস্মিত হইল দেখি, প্রহরি আসিয়ে ॥
দেখিল নৃপতি আসি জম্বু বৃক্ষমূলে।
নিস্পদ হইয়া শিশু আছে যোগ বলে ॥
ধ্যান অবসান হলে মেলিল নয়ন।
নৃপতিকে বলিলেন করে সম্বোধন ॥

—: বিবাহ :—

(৫০)

পাঠাইল মন্ত্রী গনে কুমার গোচরে।
বিবাহ কি অভিপ্রায়, জানিবার তরে ॥
পরিচয় বার্ত্তা শুনি বিস্মিত কুমার।
বলিল উত্তর দিব সপ্তাহে তোমার ॥
কাম জালে যে জড়িত পথ নাহি পায়।
কোটী কল্পে নাহি তার মুক্তির উপায় ॥

—ঃ বুদ্ধ সংকীর্ত্তনঃ—

কি করিবে ধনজন মিছা এ সংসারে।
জীবের দুঃখেতে প্রাণ আমার বিদরে ॥
পরমার্থ তত্ত্ব সার নারী পরশনে।
অবিরত ভ্রমে জীব বিষের কাননে ॥
যতই অনর্থের মূল হয় নারী গন।
কামিনী কাননে সব হারায়ে জীবন ॥
কৌশলে ভুলাতে পারে মোহিনী মায়ায়।
অতল ভবের তলায় পুরুষের ডুবায় ॥
মায়াবিনী নারী গনের যে বিশ্বাস করে।
অতিশয় মূঢ় সেই, অবনী ভিতরে ॥
নারীর বদনে সুধা হৃদে হলাহল।
স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধি করে রমনী কেবল ॥
পুরুষের অষ্ট গুন কাম কামিনীর।
ততোধিক দোষ তার গুন নাহি নারীর ॥
গৃহী হয়ে লোকে ধর্ম, পালে কি প্রকারে।
আমার জীবনে তাহা দেখাব সংসারে ॥
পতিব্রতা সতি হয় রমনী যাহার।
এ সংসারে কেবা আছে সমান তাহার ॥
সুখে সুখী দুখে দুঃখী রহে অনুক্ষণ।
পতির বিরহে সতী হারায় জীবন ॥
পতিব্রতা সতী সাধ্বী জগতের সার।
তার সহবাসে হয়, আনন্দ অপার ॥
এ সিদ্ধান্ত স্থির করি কুমার তখন।
কন্যা গুন গাঁথা ভবে করিল বর্ণন ॥

কথা :— সপ্তদিন পরে সিদ্ধার্থ বলিলেন 'এই সপ্ত গুন থাকিলে আমি বিবাহ করি।'

—: বুদ্ধ সংকীর্ত্তন :—

(৫১)

রূপ, গুণ কুল জন্মা বিশুদ্ধ যাহার।
রূপসী বিদুষী নম্রা ঈর্ষা নাহি তার ॥
মুখে প্রফুল্লতা বুকে করুনার আলয়।
হস্তে পর সেবা বাক্যে মধুরতা ময় ॥
কায়মনে গুরু জনে সেই সেবা করে।
ইন্দ্রিয় সংযত করি স্বামী মনে ধরে ॥
দানশীলা, চারুশীলা মমতা না জানে।
কখনো নাহিক হেরে পর পতি পানে ॥
লজ্জাবতী সর্ব্বশাস্ত্রে যে নারী নিপুন।
সকলে সায়িতা হেরে সে করে শয়ন ॥
উষা কালে যেই নারী শয্যা ত্যাগ করে।
মৌনী বলে সেই নারী সর্ব্ব জীবে হেরে ॥
এই সব লক্ষণ ভবে আছে যে নারীর।
জীবন সঙ্গিনী সেই হইবে আমার ॥

কথা :— ইহা শুনিয়া রাজা চিন্তিত হইলেন যে এমন পাত্রী কোথায় পাওয়া যায়। তারপর রাজা ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, আগামীকল্য সিদ্ধার্থকে শাক্য নারীগনকে অশোক ভাণ্ড বিতরণ করিতে আদেশ দিলেন। তারপর পরদিন একে একে শাক্য কুমারীগন ভাণ্ড নিয়া যেতে লাগিলেন। কিন্তু :-

(৫২)

কুমার অতল স্থির অবিচল মন।
স্বর্গ দেব মর্ত্ত্য যেন একি দরশন ॥
কৌমদী যামিনী শেষে উঠিল কি ভাষ।
উষার আলোক রশ্মি সুপ্রভাতের হাঁস ॥

—: বুদ্ধ সংকীর্ত্তন :—

: সিদ্ধার্থের উদ্যান ভ্রমণ :

(৫৩)

উত্তর দিকেতে গৌতম ভ্রমণ করিল।
জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধ এক দেখিতে পাইল ॥
পড়িয়াছে দাঁত দু'পাতি পাকিয়াছে চুল।
চলিতে না পারে বৃদ্ধ করে টল মল ॥

টল মল করে রে।

চলিতে না পারে বৃদ্ধ " " " "
ঘোরতর রোগে বৃদ্ধ " " " "
ঘোর তুফানের তরীর মত " " " "
(ধুয়া) চলিতে না পারে বৃদ্ধ " " " "

(৫৪)

অনিত্য সংসার মাঝে কেউ কারো নয়রে আপন।
আপন আপন বলিকারে সকলি নিশার স্বপন ॥

এই সংসার সব মায়ার খেলা।

কেউ কারো নয়রে আপন " " " " "
আপন আপন, বল কারে " " " " "

মায়ের খেলা ছেড়ে যাব।

অনিত্য, সংসার হতে " " " "
(ধুয়া) মায়ের খেলা ছেড়ে যাব জীবের দুঃখ ঘুচাইব।
পরদিন বাহির হইলেন দক্ষিণ দিকেতে ॥
ব্যাধি গ্রস্থ লোক এক পাইল দেখিতে।
দুরন্ত রোগের জ্বালা সহিতে না পারি ॥
অস্থির হয়ে সেই লোকটী ছট্ ফট্ করে।
পরদিন বাহির হইলেন পশ্চিম দিকেতে ॥

—ঃ বুদ্ধ সংকীর্ত্তন ঃ—

চারি জন কাঁধে মৃত পাইল দেখিতে ॥
ওকি কাঁধে রহিয়াছে জিজ্ঞাসে ছন্দককে ।
ছন্দক বলে ওটা শব বলছি তোমাকে ॥
ওকি দেখি ও সাংথী ।
জান নাকি গতাগতি " " "
কিবা নাই কিবা নাই ।
হস্ত পদ দেখতে পাই " " " "
চক্ষু কর্ণ আছে যার " " " "
অস্থি মাংস দেখতে পাই " " " "
(ঝুমুর) হাত পাও দেখ্‌তে পাই " " " "

(৫৪)

ছাড়্‌বে না ছাড়্‌বে না ।
রাজা আছে রাজা বলে " "
ধন আছে ধনী বলে " "
মান আছে মানী বলে " "
মাতা পিতা আছে বলে " "
ভাই বন্ধু আছে বলে " "
(ঝুমুর) রাজা আছে রাজা বলে " "

(৫৬)

বুঝিলাম এতদিনে অনিত্য সংসার ।
এ সংসারে আর কিছু নাই সংসার মাত্র সার ॥
এই যে টাকা এই যে কড়ি এই যে ঘর বাড়ী ।
যাবে কিরে সঙ্গে করে যে দিন যাবে যমের বাড়ী ॥
টাকা পয়সা ধন দৌলত সবে রবে পড়িয়া ।
লেংটা এসে লেংটা যাবে পথের কাঙ্গাল হইয়া ॥

—: বুদ্ধ সংকীর্ত্তন :—

এই যে ছেলে এই মেয়ে এই যে সাধের বউ।
যাবার বেলায় পথের সাথী হবেনারে কেউ ॥
কোষযাদি খাট পালঙ্ক সবে রবে পড়িয়া।
কেমন করে থাক্‌বে রে ভাই মাটীতে শুইয়া ॥
সে দিন তুই জন্মের মত ভাবে বিদায় হবি।
লোহার সিন্ধুকের চাবি কারে দিয়ে যাবি ॥
মাতাপিতা ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন।
পথিকে পথিকে যেন পথের আলাপন ॥
নানা পক্ষী আসে বৃক্ষে সাঁঝের বেলায়।
সকাল হলে সেই পক্ষী কোথায় উড়ে যায় ॥

রঙের খেলা ভেঙ্গে যাবে।
দেখ্‌তে দেখ্‌তে দু'দিন পরে ,, ,, ,, ,,
আপন আপন বলা যারে ,, ,, ,, ,,
কেউ কারো নইরে আপন ,, ,, ,, ,,
চলিয়া যাবরে।
শুধু এ সংসার মাঝে ,, ,, ,,
মিছা মায়া ছেয়ে আমি ,, ,, ,,
জরা ব্যাধি মৃত্যুর জ্বালায় ,, ,, ,,
(ঝুমুর) মিছা মায়া ছেয়ে আমি ,, ,, ,,

(৫৭)

পরদিন বাহির হইলেন পূর্ব দিকেতে।
কপিল বসন ধারী একজন পাইল দেখিতে ॥
হাতে কমণ্ডলু পাত্র কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি।
উদার প্রশান্ত মূর্ত্তি, তরে যায় চলি ॥

—ঃ বুদ্ধ সংকীর্ত্তনঃ—

কেবা যায় কেবা যায়।

গায়ে দেখি কপিল বসন " " " "

হাতে দেখি ভিক্ষার পাত্র " " " "

উদার প্রশান্ত মূর্ত্তি " " " "

(ঝুমুর) ধীরে ধীরে পথ বেয়ে " " " "।

(৫৮)

রূপ রস গন্ধ লাগি মন সদা অনুরাগী।

কামনা আগুনে সদা জ্বরে পুরে মরে ॥

সুখাধা ইন্দ্রিয় খাদ্য যোগায় অনুক্ষণ।

প্রাণ পনে তাহারা মনের সেবা করে ॥

সেই আগুন সদা জ্বলে।

জীবগনের হৃদয় মাঝে " " " "

(ঝুমুর) কামনার দাবানলে দিবানীশি মনে জ্বলে।

কথা :— যেখানে দুঃখ আছে সেখানে দুঃখ নিবারণের উপায়ও আছে। আজ মর্ত্ত্যপুরী পাপের অগ্নি শিখাতে পুড়ে যাইতেছে। তাই সিদ্ধার্থ 'বলিলেন' আমি সেই মুক্তির পথ অন্বেষন করিব।

(৫৯)

মুক্তির পথ অন্বেষিব।

মিছে মায়া ছেড়ে আমি " " "

অনিত্য সংসার ছেড়ে " " "

জরা ব্যাধি দূর করিব " " "

জীবের দুঃখ ঘুচাইব " " "

নির্ব্বান সুধা বিলাইব " " "

আমার সকল জ্বালা শান্তি হবে।

মুক্তি পথ অন্বেষিলে " " " " "

—: বুদ্ধ সংকীর্ত্তন :—

(ধুয়া) উদ্ধারিতে জীব সনে চলিলাম আজি

(৬০)

অনুমতি দাও না।

জীবের দুঃখ দূর করিতে " "

বনবাসে যেতে আমায় " "

রাজ্য ছেড়ে যেতে আমায় " "

মাতাপিতা ছেড়ে যেতে " "

দারা পুত্র ছেড়ে যেতে " "

কথা :— সিদ্ধার্থ গৃহ ত্যাগের জন্য পিতার অনুমতি ও আশীর্বাদ গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহার নিকট গেলেন। পুত্রের কথা শুনিয়া কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষন পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি বলিলেন। কি শুনালি রাছাধন, কি শুনালি মোরে। কেমনে ছাড়িয়া যাব অভাগা পিতারে॥

কেমন করে ছেড়ে যাবে।

বৃদ্ধ পিতা মাতা তোমার " " " "

জীবন সঙ্গিনী তোমার " " " "

সোনার চাঁদ রাহুলারে " " " "

কথা :— তারপর সিদ্ধার্থ বলিলেন "জীবের দুঃখে আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে। যদি আপনি আমার এই কথিপয় বর দিতে পারেন তবে আমি চীর জীবন ধরে থাকিব।

(৬১)

মৃত্যু যেন মমদেহে, পশিতে না পারে।

পুন: জন্ম না হয় যেন এই ভব সংসারে॥

জরা যেন নাহি মোরে করে আক্রমণ।

—ঃ বুদ্ধ সংকীর্ত্তন ঃ—

ব্যাধি কীট যেন মোরে না করে দংশন ॥
চীর যুবা থাকৃব আমি এ বাসনা মনে।
কভু যেন কষ্ট না পাই ব্যাধি আক্রমণে ॥
মৃত্যু যেন কভু মোরে পরশিতে নারে।
অক্ষয় অপার সম্পদ দাও গো আমারে ॥

দাও গো আমারে।

অক্ষয় অপার সম্পদ " " "
অফুরন্ত চীর যৌব " " "
ব্যাধি শূন্য কর পিতঃ " " "

(ঝুমুর) এই চারি বর দিলে মোরে চীর যৌবন থাকৃব।

কথা :— এই অসম্ভব বরের কথা শুনিয়া শুদ্ধোধন কহিলেন।

(৬২)

এমন অসম্ভব বর কেমন করে দিব ?
দেবের অসাধ্য যাহা আমি কোথা পাব ॥

আমি বাছা কোথা পাব।

এমন অসম্ভব বর " " " "
দেবের অসাধ্য যাহা " " " "

(ঝুমুর) দেবের অসাধ্য যাহা " " " "

কথা :— রাজা শুদ্ধোধন অনেকক্ষণ পুত্রকে বুঝাইলেন। কিন্তু কুমার সিদ্ধার্থ কিছুতেই থাকিতে রাজী হইলেন না। তখন শুদ্ধোধন পুত্রকে আশীর্বাদ করিলে।

(৬৩)

মনের বাসনা পুত্র, হউক পূরণ।
একান্ত আশীষ আমার করহ গ্রহণ ॥

—: বুদ্ধ সংকীর্ত্তন :—

মনের বাসনা।

পূর্ণ হউক পুত্র তোমার ,, ,,

একান্ত আশীষ আমার ,, ,,

(ঝুমুর) বাসনা পূরণ করে আবার, আসিও ফিরে।

পতি ধন হতে সতীর জগতে

আর কি দেবতা আছে।

ধর্ম অর্থ কাম স্বর্গ মর্ত্ত্য ধাম

পরম দেবতা জ্ঞানে।

যাগ যজ্ঞ ব্রত তীর্থ আদি যত

আর হয় পতির চরণে।

পতি পত্নী হয়ে দেহে সুখ রয়ে

স্বর্গ সুখ আসে মনে।

(৬৪)

এমন স্বামীরে তুচ্ছ কর সেই নারী।

অন্তিমেতে নরকেতে গতি হবে তারি॥

কেমনে ত্যাজীব এই প্রেমের ভাণ্ডার।

যত দেখি তত সাধ, মিটেনা আমার॥

সাধ যে মিটে না।

অনিমেষে চেয়ে থাকি ,, ,, ,, ,,

সাধ হয় আরো দেখি ,, ,, ,, ,,

দেখ্‌তে পুন সাধ হয় ,, ,, ,, ,,

(ঝুমুর) যত দেখি তত সাধ দেখা আমার হল বাদ।

(৬৫)

গোপা আমার প্রেমের ভক্ত, প্রেম মন্দাকিনী।

গোপা আমার প্রেম গুরু জীবন সঙ্গিনী॥

—ঃ বুদ্ধ সংকীর্তন ঃ—

তোমা হতে প্রেম শিখেছি।

তুমি আমার প্রেম গুরু ,, ,, ,, ,,

(ঝুমুর) এ জগতে প্রেম বিলাব প্রেমের জগত মাতাইব।

-ঃ সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ ঃ-

(৬৬)

তোমার বুক জুড়ানো যাদু মনির ছবিটী আঁকিয়া

পরাণ মাঝারে আমি রাখিব গাঁথিয়া।

বনবাসের সম্বল।

বিদায়েরি ছবি খানি ,, ,,

বিদায়েরি স্মৃতি টুকু ,, ,,

কেঁদো না কেঁদো না।

স্বেগে আমায় না পাইলে ,, ,,

প্রাণ প্রেয়সী গোপা আমার ,, ,,

চলিলাম চলিলাম।

জন্মের মত ছেড়ে তোমায় ,, ,,

স্মৃতিটুকু লইয়া তোমার ,, ,,

উদ্ধারিতে জীব গনে ,, ,,

(ঝুমুর) জন্মের মত ছেড়ে দিয়ে ,, ,,

(৬৭)

জন্মের মত যাই প্রিয়ে চোখের দেখা দেখিয়া

দেখ্‌তে পেলাম সোনার চাঁদে তোমার বক্ষে ঘুমাইয়া

জাগিয়া উঠিবে যখন।

বহু দূরে যাবে তখন ॥

বুঝে নিও কেন গেলাম বিদায় না লইয়া।

—: বুদ্ধ সংকীর্ত্তন :—

বুঝে নিও গো।

কেন বিদায় না লইলাম " " "

জীবন সঙ্গিনী গোপা " " "

প্রাণ প্রেয়সী গোপা আমার " " "

পনঃ পুনঃ ফিরে চাই পরান মানে না হায়।

নয়ন ধারা বহিতে লাগিল ॥

নয়ন ধারার বিরাম নাই।

ঝড় ঝড় বহে ধারা " " " "

পাষান মন ফিরে চলে " " " "

নিষ্ঠুর মন ফিরে চলে " " " "

(৬৮)

শিখল কেটেছে ভাই পুনঃ আর যেতে নাই।

শিখল কাটা উড়ো পাখী।

উড়ানো পাখী খাঁচায় থাকে।

মহানন্দে উড়ে বেড়ায় " " " "

(ঝুমুর) উড়ো পাখী উড়ে যাও, পাছে কেন ফিরে চাও।

(৬৯)

(আমার) প্রেম কমলিনী জীবন সঙ্গিনী।

কেমন করে ছেড়ে যাবো।

নূতন শিশুটী নূতন অতিথি

কারে দিয়ে চলে যাবো।

কেমন করে ছেড়ে যাবো।

নূতন শিশুটী আমার " " " "

নূতন অতিথি আমার " " " "

জীবন সঙ্গিনী আমার " " " "

প্রাণ প্রেয়সী গোপা আমার " " " "

—: বুদ্ধ সংকীর্ত্তন :—

(ঝুমুর) কেমন করে ছেড়ে যাব, কেমন করে ছেড়ে রবো।

(৭০)

এক দিকে এক গোপা অন্য দিকে লক্ষ গোপা।

জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর জ্বালায় হাহাকার করে গো।

কোটী কোটী রাহুল যাঁদে।

জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর জ্বালায় " " " "

(ঝুমুর) জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর জ্বালায় " " " "

(৭১)

এখন তুমি মাতা কর।

নিষ্ক্রমনের সময় হলো " " " "

ভেবে দেখ মনে মনে কোথায় ছিলে কোথায় এলে।

ভূমণ্ডলে এবার কেন প্রভু জন্ম নিলে।

বিশ্বব্যাপী সকাতরে ডাকে তোমায় কর যেরে

কোথায় বলে দয়াল বলে আকুল প্রানে ডাকেরে।

(৭২)

বিশ্বব্যাপী ডাকিতেছে, মোরে সকাতরে।

ঝাঁপ দিতে চলিনু আজ সাধনা সাগরে ॥

সাধনা সিদ্ধি হলে আবার আসিব।

বিশ্ব প্রাণী এবার আমি উদ্ধার করিব ॥

আবার আসিব।

ভিন্ন ভাবে ভিন্ন বেশে " "

তোমার কাছে যোগী বেশে " "

মুক্তি মন্ত্রে দীক্ষা দিতে " "

যোগিনী সাজাইতে তোমায় " "

যোগিনী সাজাইব।

যোগী বেশে এসে তোমায় " "

—ঃ বুদ্ধ সংকীর্ত্তনঃ—

(ঝুমুর) এখন আছ রাজ রাণী তখন হবে সন্ন্যাসিনী।

(৭৩)

সোনার সংসার আনন্দ বাজার
কেমনে ছাড়িয়া যাবে।
সে সুখের তরে দন্ম জন্মান্তরে।
মানবে তপস্যা করে।
বিনা তপস্যায় পাইয়াছ সব।
তোমার সাধের ঘরে।

যেওনা যেওনা।

ভাঙ্গিয়া আনন্দের বাজার ,, ,,
রঙ্গভূমি শ্মশান করে ,, ,,
আশ্রিতের আশা প্রভু ,, ,,

(ঝুমুর) ভাঙ্গিয়া আনন্দের বাজার যেওনা যেওনা।

(৭৪)

ত্যাজিব এবার ভব কারাগার
যাইব সন্ন্যাসী সাজে।
ভাই বন্ধুগন দারা পরিজন
সকলি ভোগের বৃদ্ধি।

অনুরোধ করনা।

ঘর ফিরে যাবনা ,, ,,
আমার স্মৃতি যাও ভাই ,, ,,
আমার কথা আমার ভাবনা ,, ,,
জীবের দুঃখ আর সহেনা ,, ,,
তাই এসেছি রাজ্য ছাড়ি ,, ,,
মুক্তি পথ অন্বেষিব ,, ,,

(ঝুমুর) ঘরে ফিরে যাব না, অনুরোধ কর না।

জীবের দুঃখ সহে নারে।

তাই এসেছি রাজ্য ছাড়ি ,, ,, ,, ,,
মুক্তি পথ অন্বেষিব ,, ,, ,, ,,

—ঃ বুদ্ধ সংকীর্ত্তন ঃ—

নির্বান সুধা বিলাইব " " " "

সহেনা সহেনা।

জীবের দুঃখ প্রানে সখা " "

জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর জ্বালা " "

(ঝুমুর) হাহাকার করে পূর্ণ ধারা, জরা ব্যাধি মৃত্যু ভরা।

(৭৫)

—ঃ ছন্দক বলিলেন ঃ—

রামচন্দ্র বনে যেতে লক্ষনেরি নিল সাথে।

আমায় সঙ্গে নাওনা প্রভু তুমি বনে যেতে॥

সঙ্গে করে নাও॥

আমি তোমার সঙ্গে যাব " " "

লক্ষনেরি মত আমায় " " "

দয়া করে নাওনা।

আমি যাব তোমার সঙ্গে " " "

(ঝুমুর) তুমি ফিরবে বনে বনে, আমি থাকবো তোমার সনে।

আর আমি যাব না।

তোমায় ফেলে প্রাণ সখা " " "

তোমায় ফেলে এ শ্মশানে " " "

(ঝুমুর) থাকবো আমি তোমার কাছে ছায়ার মত রব পাশে।

(৭৬)

—ঃ সিদ্ধার্থ বলিলেন ঃ—

অনুরোধ করোনা ছন্দক অনুরোধ আর কর না।

তোমায় আমি সঙ্গে নেব না।

কথা ঃ— সিদ্ধার্থ রাজবরণ ত্যাগ করিয়া ছন্দকের হাতে দিতে লাগিলেন।

এই মুকুট দিও ভাইরে আমার পিতাকে।

এই আবরণ দিও ছন্দক আমার মাতাকে।

তরবারি দিও রে।

স্নেহের বাছা রাহুলারে " " "

(ঝুমুর) এই পাদুকা গোপায় করে দিও ছন্দক ত্বরা করে।